হাইকোর্ট ফরম নং-(জে)২
মূল মোকদ্দমার রায়ের শিরোনাম।

জেলা-ঢাকা।

মোকামঃ জজ, অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

উপস্থিতঃ জনাব মোঃ হাসান জামান
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

রায় ঘোষনার তারিখ ঃ ০৭/০৫/২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

অর্থ ঋণ মোঃ নং-৮৭৫/২০১৫।

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড----------বাদীপক্ষ।

ঃ বনাম ঃ

মাইটাস স্পিনিং মিলস্ (প্রাঃ) লিমিটেড গং----------বিবাদীপক্ষ।

১। জনাব মোঃ শহিদুর রহমান খান---------- এডভোকেট, বাদীপক্ষে।

১। জনাব তিতাস কান্তি পন্ডিত----------এডভোকেট, ১নং বিবাদী পক্ষে।

২। জনাব মোঃ আবুল বাশাস----------এডভোকেট, ৪নং বিবাদীপক্ষে।

অতঃপর নথি অদ্য রায় প্রস্তুতের জন্য নেওয়া হইলে আদালত নিম্নলিখিত রায় প্রদান করেনঃ-

ইহা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে বিবাদীদের বিরুদ্ধে বিগত ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৫৪,৫৫,৮৭,০৯২.১০ (চুয়ান্ন কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার বিরানব্বই টাকা দশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায়ের দাবীতে আনীত একটি মোকদ্দমা। বাদীপক্ষের মোকদ্দমার আরজির বক্তব্য সংক্ষেপে এই যে, বাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সরকারী মালিকানাধীন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১নং বিবাদী একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী। ২নং বিবাদী, ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ৩নং বিবাদী উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ৪-৭নং বিবাদীগণ উহার পরিচালক বটে।

বাদী সোনালী ব্যাংক লিমিটেড বিভিন্ন প্রকার ঋণ স্কীমের আওতায় ঋণ দান পূর্বক দেশের অর্থনৈতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় বিবাদীগণ তাহাদের ব্যবস্থাধীনে মাইটাইস স্পিনিং মিলস্ (প্রাঃ) লিমিটেড নামক একটি শতভাগ রপ্তানীমূখী কটন স্পিনিং ও ডাইং মিলস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অর্থায়নের জন্য বাদী ব্যাংকের নিকট গত ১৮/০১/১৯৯৮ ইং তারিখে আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে সোনালী ব্যাংক শিল্প ঋণ স্কীমের আওতায় গত ২৫/০৫/১৯৯৮ ইং তারিখের মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে ১২,৪৮,৬০,০০০/- টাকা ঋণ মঞ্জুর করে। শর্ত মোতাবেক ১নং বিবাদীর মালিকানাধীন "খ" তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদী ব্যাংকের নিকট বন্ধক রেখে বন্ধকী দলিল, আম-

মোক্তারনামা রেজিষ্ট্রি সহ ঋণের টাকা আদায়ের নিশ্চয়তায় বাদী ব্যাংকের সকল চার্জ ডকুমেন্টস্ সম্পাদন করিয়া দেয়।

উপরোক্ত দলিলাদি ও চার্জ ডকুমেন্টস্ সম্পাদন সাপেক্ষে বিবাদীগণ মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুবিধার আওতায় প্রকল্পটির অবকাঠামোগত কার্য সম্পন্ন করতঃ উৎপাদনের লক্ষ্যে তাহাদের ফ্যাক্টরীতে গ্যাস সংযোগের জন্য তিতাস গ্যাস এর অনুকূলে ৩১,৬০,৫০০/- টাকার একটি ব্যাংক গ্যারান্টিসহ এলসি লিমিট এবং চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণের জন্য আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে গত ১৩/০৬/২০০৪ ইং তারিখে উক্ত টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি সহ এলসি লিমিট ৪,২৫,০০,০০০/- টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণ ২,৫০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করে। উক্ত মঞ্জুরীকৃত এলসি লিমিট এবং চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে ১নং বিবাদীর মালিকানাধীন **"গ" এবং "ঘ"** নং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদী ব্যাংকের নিকট বন্ধক রেখে বন্ধকী দলিল নং-১৭০১০, তারিখ-০৯/০৮/২০০৪, আম-মোক্তারনামা দলিল নং-১৭০১১, তারিখ-০৯/০৮/২০০৪ ইং রেজিষ্ট্রিসহ চার্জ ডকুমেন্টস্ সম্পাদন করিয়া দেয়।

উপরোক্ত দলিলাদি সম্পাদন ও রেজিষ্ট্রি সাপেক্ষে মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুবিধার আওতায় বিবাদীগণ ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় তাহাদের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত এলসি লিমিট নবায়নসহ চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণ সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদনখানি বিবেচনাক্রমে গত ১৭/১১/২০০৫ ইং তারিখে এলসি লিমিট ৪,২৫,০০,০০০/- টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ২,৫০,০০,০০০/- টাকা করিয়া নবায়ন অনুমোদনসহ চলতি মূলধন (হাইপো) ২,২৫,০০,০০০/- টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪,৫০,০০,০০০/- টাকায় উন্নীত করে।

বিবাদীগণ উক্ত ঋণ সুবিধার আওতায় ব্যবসা পরিচালনা করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় তাহারা মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণ সমূহের কিস্তির টাকা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের প্রকল্পখাতে ১৩,৯৩,৮৭,০০০/-টাকা, প্রকল্প (ব্লক) সুদ বিহীন খাতের বকেয়া ৬,৪৪,১৬,০০০/- টাকা, লিম হিসাবে বকেয়া ৪৯,৩৬,০০০/-টাকা এবং চলতি মূলধন ঋণের সীমাতিরিক্ত বকেয়া ৯৫,৭০,০০০/- টাকা পুনঃতফসিলীকরণসহ চলতি মূলধন ঋণ (হাইপো) ৪,৫০,০০,০০০/- টাকা নবায়নের জন্য আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে প্রকল্প ঋণের টাকা মার্চ-২০১১ হইতে আদায়যোগ্য করিয়া, প্রকল্প (ব্লক) সুদ বিহীন খাতের বকেয়া এবং চলতি মূলধন ঋণের বকেয়া সেপ্টেম্বর, ২০১০ হইতে আদায়য়োগ্য করিয়া এবং লিম হিসাবের বকেয়া ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ প্রদান পূর্বক পুনঃতফসিল অনুমোদন করে এবং চলতি মূলধন ঋণ (হাইপো) হিসাব পরবর্তী ১বৎসর মেয়াদে নবায়ন অনুমোদন করে।

বিবাদীগণ উক্ত পুনঃতফসিলীকরণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় তাহাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান রোটর স্পিনিং ইউনিট এর সুষমকরণার্থে রিং স্পিনিং ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত স্থায়ী ব্যয় ৭৪,০৭,১২,০০০/- টাকার বিপরীতে ৪০ঃ৬০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১০ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে বিনিয়োগের জন্য বাদী ব্যাংকের নিকট আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে গত ৩১/১০/২০১০ ইং তারিখের মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে বিএমআরআই ঋণ ২৯,৬২,৩০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করেন। বিবাদীগণ উক্ত মঞ্জুরীকৃত ঋণ সুবিধা সমুহের আওতায় বকেয়া ব্যবসা পরিচালনা করিতে থাকিলেও তাহাদেরকে প্রদত্ত পুনঃতফসিলীকৃত মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় তাহাদেরকে প্রদত্ত পুনঃতফসিলীকরণ সুবিধা বাতিল হইয়া যায় এবং ঋণ হিসাবগুলি খেলাপী হইয়া পড়ে। ফলে বিবাদীগণ ঋণ চুক্তি ভঙ্গকারী ও ঋণ খেলাপীতে পরিনত হয়। বিবাদীগণ তাহাদের অনুকূলে মঞ্জুরীকৃত এবং পুনঃতফসিলীকৃত ঋণ সমূহের টাকা নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে পরিশোধ না করায় গত ৩০/০৯/২০১৫ ইং তারিখ পর্যন্ত তাহাদের নিকট বাদী ব্যাংকের পাওনা দাড়ায় যথাক্রমে-

(১)	এসবিআইসিএস প্রকল্প	ঃ ২৮,১৫,৮৯,৩০৭.৩৪ টাকা।
(২)	প্রকল্প ঋণ (ব্লকড) হিসাবে	ঃ ১৬,৬৬,০৩,১৪০/০০ টাকা।
(৩)	চলতি মূলধন (হাইপো) হিসাবে	ঃ ৭,৯৯,১৬,৮০৯/০০ টাকা।
(৪)	চলতির মূলধন (ব্লকড) হিসাবে	ঃ ১,৪৩,১৭,৩৩৫/৭৬ টাকা।
(৫)	ব্যাংক গ্যারান্টি হিসাবে	ঃ ৩১,৫৫,৮৭,০৯২/১০ টাকা।
		মোট ঃ ৫৪,৫৫,৮৭,০৯২.১০ টাকা যাহা

বিবাদীগণ প্রত্যেকে একক ও যৌথভাবে পরিশোধ করিতে আইনতঃ বাধ্য।

বাদী ব্যাংক উক্ত খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে বিবাদীগণকে একাধিকবার মৌখিক ও লিখিত ভাবে তাগিদ প্রদান করিলেও বিবাদীগণ বাদী ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করায় বাদী ব্যাংক গত ০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখে বিবাদীগণকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। উক্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা সত্বেও বিবাদীগণ বাদী ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করায় বাদী ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে গত ১৫/০২/২০১৩ ইং তারিখে দৈনিক যায় যায় দিন এবং দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সত্বেও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণেণ টাকা আদায় করা সম্ভব না হওয়ায় বাদী ব্যাংক বাধ্য হইয়া তাহার খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিলেন।

অপরদিকে ১ ও ৪নং বিবাদীপক্ষ পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত জবাব দাখিল করিয়া অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ বলেন যে, বাদীর মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে

পারে না। বাদীর মোকদ্দমাটি দায়ের করার কোন কারণ নাই। বাদীর মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট এবং বাদীর মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত মর্মে উল্লেখ করেন।

১নং বিবাদীর লিখিত জবাবের বক্তব্য নিম্নরুপঃ

১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান বাদীব্যাংকের আর্থিক সহযোগীতায় তথা বাদী ব্যাংকের মাধ্যমে এলসি খুলে বিদেশী ক্রেতা বা বায়ারদের থেকে কার্যাদেশ গ্রহণকরতঃ উক্ত মালামাল বিদেশের ক্রেতাদের নিকট পৌছাইয়া দিয়ে স্বীয় ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করিতেন। উক্ত মালামাল রপ্তানী কাজে বাদী ব্যাংক বিবাদীর ব্যাংক হিসাবে ডকুমেন্ট এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন। বিনিময়ে বিবাদীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা ব্যবসায়িক কমিশন গ্রহণ করিয়া লাভবান হইতেন। বিবাদীর নামে লিমিট প্রদান করা হইলেও বিবাদী উক্ত লিমিট কখনই গ্রহণ করেন নাই। ইহাছাড়া বাদীব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এর অনুকূলে ইস্যুকৃত এলসির মালামাল যথাসময়ে ডেলিভারী না দেওয়ায় বিবাদী মালামাল শিপমেন্ট করিতে অপারগ হওয়ায় বাদী ব্যাংক তাহাদেরকে মামলায় পক্ষভূক্ত না করিয়া কিংবা তাহাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ বা টাকা আদায় করিতে অপারগ হইয়া তাহার দায় বিবাদীর উপর চাপানোর অপচেষ্টা করিতেছেন। যাহা আইনতঃ বে-আইনী হওয়ায় বাদী ব্যাংক বিবাদীর বিরুদ্ধে কোনরুপ প্রতিকার পাইতে হকদার নয়। একইভাবে এলসি অনুযায়ী বাদী ব্যাংকের মাধ্যমে আংশিক শীপমেন্ট করা সত্বেও বাদী ব্যাংক উক্ত শিপমেন্ট এর বিল সমূহ আদায় করিয়াও তাহা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত না করিয়া পুনরায় বিবাদী থেকে আদায়ের অপচেষ্টা করিতেছেন বিধায় বাদী ব্যাংক কোন প্রতিকার পাইতে হকদার নহে। বাদীপক্ষ মনগড়া ও কল্পনাপ্রসূতভাবে নিজেদের খেয়াল খুশীমত কাল্পনিক বক্তব্য দ্বারা পাওনা টাকা আদায়ের নিমিত্তে বিবাদীর বিরুদ্ধে অত্র হয়রানীমূলক মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন বিধায় বাদীর মোকদ্দমাটি খারিজের প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে ৪নং বিবাদীর লিখিত জবাবের বক্তব্য নিম্নরুপঃ-

অত্র মোকদ্দমার আরজি পর্যালোচনায় ৪নং বিবাদী অত্র মোকদ্দমার সহিত কিভাবে সম্পর্কিত তাহা সুস্পষ্ট নহে। এমনকি অত্র মোকদ্দমার নালিশী ঋণের বিপরীতে বিবাদী ব্যক্তিগত গ্যারান্টিপত্র সম্পাদন করিয়াছে মর্মে বিবাদীর বিষয়ে আরজিতে কোন বক্তব্য নাই এবং বাদী কোন ব্যক্তিগত গ্যারান্টিপত্র দাখিল করে নাই। বাদী অত্র মোকদ্দমা দায়েরকালিন সময়ে ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ নং দফা সহ অন্যান্য দফা সমুহের অনুকূলে কাগজাদি দাখিল করেন নাই। বিধায় বাদীর মোকদ্দমাটি খারিজের প্রার্থনা করেন।

মোকদ্দমাটি সুষ্ঠ বিচার ও নিষ্পত্তির স্বার্থে মোকদ্দমার আরজি ও লিখিত জবাব পর্যালোচনা করিয়া বিচার্য বিষয় সমূহ পূণর্গঠন করা হইলঃ-

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

১। বাদীর মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে কিনা?

২। বাদীর মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট কিনা?

৩। বাদীর মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত কিনা?

৪। বিবাদী পক্ষ বাদী পক্ষের নিকট হইতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করিয়াছে কিনা?

৫। বিবাদী পক্ষের নিকট বাদী পক্ষের পাওনার পরিমান সঠিক কিনা?

৬। বাদীপক্ষ প্রার্থীত মতে প্রতিকার পাইতে পারে কিনা?

আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

অত্র মামলা প্রমাণের জন্য বাদীপক্ষ ১জন সাক্ষী তথা পি,ডাব্লিউ-১ হিসেবে মোঃ গোলাম রব্বানীকে আদালতে উপস্থাপন করিয়াছেন। তিনি আদালতে জবানবন্দী দিয়ে আরজির সমর্থনে দাখিলী কাগজপত্রাদি যথাক্রমে প্রদর্শনী-১-১৫ সিরিজ হিসেবে চিহ্নিত করিয়াছেন যথাক্রমে-

(১) ক্ষমতাপত্র	প্রদর্শনী-১
(২) ১৮/০১/৯৮ ইং তারিখের আবেদন পত্র ও মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-২ সিরিজ
(৩) ৩৫০৩ নং বন্ধকী দলিল	প্রদর্শনী-৩
(৪) ৩৫০৪ নং আম-মোক্তারনামা দলিল	প্রদর্শনী-৪
(৫) ০১/১১/৯৯ ইং তারিখের চার্জ ডকুমেন্টস	প্রদর্শনী-৫ সিরিজ
(৬) ২৫/০১/২০০৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-৬সিরিজ
(৭) ১৭/০৫/২০০৩ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-৭সিরিজ
(৮) ১৭০১০ নং বন্ধকী দলিল	প্রদর্শনী-৮
(৯) ১৭০১১ নং আম-মোক্তারনামা দলিল	প্রদর্শনী-৯
(১০) ১৭/১১/২০০৫ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-১০ সিরিজ
(১১) ১৭/০১/২০১০ ইং তারিখের আবেদনপত্র	প্রদর্শনী-১১
(১২) ২৯/০৩/২০১০ ইং তারিখের মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-১২
(১৩) ১০/০৫/২০১০ ইং তারিখের আবেদন ও মঞ্জুরীপত্র	প্রদর্শনী-১৩ সিরিজ
(১৪) ০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশ ও পত্রিকার কপি	প্রদর্শনী-১৪ সিরিজ
(১৫) হিসাব বিবরণী	প্রদর্শনী-১৫

অপরদিকে ১ ও ৪নং বিবাদীপক্ষ লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও তাঁদের দাবীর সমর্থনে আদালতে উপস্থিত হইয়া মৌখিক কিংব দালিলিক কোন সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। শুধুমাত্র বাদীপক্ষের সাক্ষী পি,ডব্লিউ-১কে জেরা করিয়াছেন।

অত্র মামলার আরজি, জবাব, বাদী পক্ষে রেকর্ডকৃত জবানবন্দীসহ বাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে বিচার্য বিষয় ভিত্তিক নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং- ১ঃ

বিবাদীপক্ষ অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে পারে না মর্মে লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রমানের জন্য বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয় নাই। হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী প্রতিষ্ঠান যথাযথ আদালতে টাকা আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করিয়াছেন। সুতরাং সার্বিক দিক পর্যালোচনায় অত্র মামলা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলিতে আইনগত কোন বাঁধা আছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। উপরোক্ত পর্যালোচনার আলোকে বিচার্য বিষয় নং-১ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিষয় বিষয় নং-২ঃ

১ ও ৪নং বিবাদীপক্ষ তাদের দাখিলীয় লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট। কিন্তু উক্ত দাবীর সমর্থনে বিবাদীপক্ষ দালিলিক কোন প্রমাণপত্র আদালতে উপস্থাপন করেন নাই। অধিকন্তু বাদীপক্ষের সাক্ষীকেও এতদ্‌বিষয়ে জেরা করা হয়নি। হলফনামাযুক্ত আরজি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদীপক্ষ অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৫) ধারার বিধান মতে ঋণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে অত্র মোকদ্দমায় বিবাদী শ্রেণী হিসেবে পক্ষভূক্ত করায় মোকদ্দমাটি পক্ষদোষে দুষ্ট নয় মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহিত হইল। অতএব, ২নং বিবাদী বিচার্য বিষয়টি বাদীপক্ষের অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-৩ঃ

১ ও ৪নং বিবাদীপক্ষ তাদের লিখিত জবাবে উল্লেখ করিয়াছে যে, মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত। কিন্তু অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর কোন্ ধারায় কিভাবে বারিত উহার কোন ব্যাখ্যা জবাবে উল্লেখ করে নাই এবং এই দাবীর সমর্থনে বিবাদীপক্ষ কোন সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই। নথি পর্যালোচনায় মোকদ্দমাটি যথাযথ ভাবে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর অধীনে যথাসময়ে আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ মোকদ্দমাটি তামাদিতে বারিত নহে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। অতএব, ৩নং বিচার্য বিষয়টি বাদী ব্যাংকের পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

বিচার্য বিষয় নং-৪-৬ঃ

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এবং পুনরাবৃত্তি পরিহার করার লক্ষ্যে বিচার্য বিষয় নং-৪-৬ একত্রে আলোচনার জন্য গৃহিত হইল।

বাদীপক্ষ, বিবাদীগণের বিরুদ্ধে বিগত ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৫৪,৫৫,৮৭,০৯২.১০ (চুয়ান্ন কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার বিরানব্বই টাকা দশ পয়সা মাত্র) টাকা আদায়ের দাবীতে আইনের বিধান মোতাবেক হলফনামাসহ আরজি দাখিল করিয়া অত্র মামলাটি দায়ের করিয়াছেন। অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৬(৪) ধারার বিধান মোতাবেক হলফনামা সংযুক্ত আরজি মৌলিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্যযোগ্য। অধিকন্তু বাদী পক্ষে মামলা প্রমানের জন্য পি,ডব্লিউ-১ হিসাবে মোঃ গোলাম রব্বানী সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন যিনি আরজি এবং দাখিলী কাগজপত্রের সমর্থনে জবানবন্দী প্রদান করিয়াছেন। বাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী প্রদর্শনী চিহ্নিত কাগজপত্রাদি বিস্তারিত পর্যালোচনা করিলাম।

এটি স্বীকৃত ও নির্দ্বিধায় প্রমানিত যে, বাদী একটি যথাযথ ভাবে নিবন্ধিত ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক কার্যক্রমের স্বাভাবিক ধারায় প্রদত্ত ঋণ হতে উদ্ভুত আর্থিক দাবী আদায়ের লক্ষ্যে এই মামলা দায়ের ও পরিচালনায় আইনগত ভাবে সক্ষম। রেকর্ড হতে আরও প্রতিয়মান হয় যে, ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠান মাইটাস স্পিনিং মিলস্ (প্রাঃ) লিমিটেড মূল ঋণ গ্রহিতা। অপরদিকে ২নং বিবাদী ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ৩নং বিবাদী ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ৪-৭নং বিবাদীগণ উক্ত ১নং বিবাদী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

Section 6(4) of Artha Rin Adalat Ain, 2003 অনুযায়ী হলফনামা দ্বারা সমর্থিত আরজি, বিপরীত পক্ষ কর্তৃক বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ দ্বারা খন্ডিত না হওয়া পর্যন্ত তা নিজেই একটি মৌখিক সাক্ষ্য হিসেবে গণ্য হয়। বাদী তাঁর দাবীর সমর্থনে একমাত্র সাক্ষী পি,ডব্লিউ-১ গোলাম রব্বানীকে উপস্থাপন করেন যিনি তাঁর জবানবন্দিতে আরজির বিষয়বস্তু সমর্থন করেন। তাঁর সাক্ষ্য সঙ্গতিপূর্ণ, সুসংহত এবং বাদীপক্ষের দাবীর সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতিয়মান হয়। জেরা চলাকালে তাঁর সাক্ষ্যকে খন্ডন বা দূর্বল করার মতো কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উদঘাটিত হয়নি।

পি,ডব্লিউ-১ কর্তৃক দাখিলীয় ঋণের আবেদনপত্র (প্রদর্শনী-২) ও ঋণ মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৩) হতে প্রতিয়মান হয় যে, বিগত ১৮/০১/৯৮ ইং তারিখে প্রকল্প ঋণের আবেদন করিলে ১২,৪৮,৬০,০০০/-টাকা মঞ্জুর হয়। বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলী বন্ধকী দলিল (প্রদর্শনী-৩) এবং আম-মোক্তারনামা দলিল (প্রদর্শনী-৪) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নালিশী ঋণের বিপরীতে ৩৫০৩/১৯৯৯ নং বন্ধকী দলিল (প্রদর্শনী-৩) এবং আম-মোক্তারনামা দলিল নং ৩৫০৪/১৯৯৯ (প্রদর্শনী-৪) সম্পাদন করে। বাদীপক্ষের দাখিলী চার্জ ডকুমেন্টস (প্রদর্শনী-৫) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নালিশী ঋণের বিপরীতে ০১/১১/১৯৯৯ ইং তারিখে বিবাদী চার্জ ডকুমেন্টস সম্পাদন করে দেন। বাদীপক্ষের দাখিলী গত ২৫/০১/২০০৬ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৬ সিরিজ) ও ১৭/০৫/২০০৩ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র

(প্রদর্শনী-৭ সিরিজ), ১৭০১০ নং বন্ধকী দলিল (প্রদর্শনী-৮) ও ১৭০১১ নং আম-মোক্তারনামা দলিল (প্রদর্শনী-৯) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ২৬/১২/২০০৫ ইং তারিখে ৩১,৬০,৫০০/- টাকার ব্যাংক গ্যারান্টির জন্য আবেদন করিলে ২৫/০১/২০০৬ ইং তারিখে মঞ্জুরী প্রদান করা হয়। উক্ত আবেদন ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৬ সিরিজ) হিসেবে আদালতে সনাক্ত হয়। বিবাদীরা ১৭/০৫/২০০৩ ইং তারিখে এলসি লিমিট ৪,২৫,০০,০০০/-টাকা ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ২,৫০,০০,০০০/- টাকার আবেদন করিলে ১৩/০৬/২০০৪ ইং তারিখে মঞ্জুর হয়। উক্ত আবেদন ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-৭ সিরিজ) হিসেবে আদালতে সনাক্ত হয়। উক্ত মঞ্জুরীকৃত এলসি লিমিট এবং চলতি মূলধন (হাইপো) ঋণের বিপরীতে জামানত হিসেবে ১নং বিবাদীর মালিকানাধীন গ এবং ঘ নং তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি বাদী ব্যাংকের নিকট বন্ধক রেখে বন্ধকী দলিল নং-১৭০১০, তারিখ-০৯/০৮/২০০৪ (প্রদর্শনী-৮) ও আম-মোক্তারনামা দলিল নং-১৭০১১, তারিখ-০৯/০৮/২০০৪ ইং (প্রদর্শনী-৯) রেজিষ্ট্রিসহ চার্জ ডকুমেন্টস্ সম্পাদন করিয়া দেয়। বাদীপক্ষের দাখিলী ১৭/১১/২০০৫ ইং তারিখের আবেদনপত্র ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-১০ সিরিজ), ১৭/০১/২০১০ ইং তারিখের আবেদনপত্র (প্রদর্শনী-১১), ২৯/০৩/২০১০ ইং তারিখের মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-১২) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, এলসি লিমিট ১ বছরের জন্য মঞ্জুর হয়। পরে এলসি লিমিট নবায়ন ও working capital enhance করার আবেদন করে যার ফলে ১৭/১১/২০০৫ ইং তারিখে এলসি লিমিট ২,৫০,০০,০০০/-টাকা ও ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ৪,৫০,০০,০০০/-টাকা করা হয়। উক্ত আবেদন ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-১০ সিরিজ) হিসেবে সনাক্ত হয়। বিবাদীগণ ঋণ গ্রহণ করার পর নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করেনি। গত ১৭/০১/২০১০ ইং তারিখে সকল লোন পুনঃতফসিল ও সিসি (হাইপো) নবায়নের আবেদন করে যা (প্রদর্শনী-১১ সিরিজ) হিসেবে সনাক্ত হয়। উক্ত আবেদন ২৯/০৩/২০১০ ইং তারিখে শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর হয় যা (প্রদর্শনী-১২) হিসাবে সনাক্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী ১০/০৫/২০১০ ইং তারিখের আবেদন ও মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-১৩ সিরিজ) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদীগণ উক্ত পুনঃতফসিলীকরণ মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক ঋণের টাকা পরিশোধ করিয়া আসিতে থাকাবস্থায় তাহাদের শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান রোটর স্পিনিং ইউনিট এর সুষমকরণার্থে রিং স্পিনিং ইউনিট স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাক্কলিত স্থায়ী ব্যয় ৭৪,০৭,১২,০০০/- টাকার বিপরীতে ৪০ঃ৬০ ঋণ ইকুইটি অনুপাতে ১০ বৎসর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে বিনিয়োগের জন্য বাদী ব্যাংকের নিকট আবেদন করিলে বাদী ব্যাংক তাহাদের আবেদন বিবেচনাক্রমে গত ৩১/১০/২০১০ ইং তারিখের মঞ্জুরীপত্রের মাধ্যমে বিএমআরআই ঋণ ২৯,৬২,৩০,০০০/- টাকা মঞ্জুর করেন। উক্ত মঞ্জুরীপত্র (প্রদর্শনী-১৩ সিরিজ) হিসেবে সনাক্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলী ০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখের লিগ্যাল নোটিশ ও পত্রিকার বিজ্ঞপ্তি (প্রদর্শনী-১৪ সিরিজ) এবং হিসাব বিবরণী (প্রদর্শনী-১৫) পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী

ব্যাংক খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে বিবাদীগণকে একাধিকবার মৌখিক ও লিখিত ভাবে তাগিদ প্রদান করিলেও বিবাদীগণ বাদী ব্যাংকের টাকা পরিশোধ না করায় বাদী ব্যাংক গত ০৬/০১/২০১৩ ইং তারিখে বিবাদীগণকে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করে। উক্ত লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করা সত্বেও বিবাদীগণ বাদী ব্যাংকের ঋণের টাকা পরিশোধ না করায় বাদী ব্যাংক অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ১২(৩) ধারার বিধান মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে গত ১৫/০২/২০১৩ ইং তারিখে দৈনিক যায় যায় দিন এবং দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় নিলাম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা সত্বেও বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ঋণের টাকা আদায় করা সম্ভব না হওয়ায় বাদী ব্যাংক বাধ্য হইয়া তাহাদের খেলাপী ঋণের টাকা আদায়ের নিমিত্তে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন।

অপরদিকে ১নং বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল পূর্বক মামলাটি প্রতিদ্বন্দ্বিতাকরতঃ দাবী করেন যে, বাদী ব্যাংক বিবাদীকে রপ্তানী কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা বা আয় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান টাকা আদায় করিয়া বিবাদীকে ব্যবসায়িক সুবিধা প্রদান করিবেন মর্মে ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ এর পত্রে উল্লেখ করিয়াও বিবাদীকে উক্তরুপ সুযোগ প্রদান না করিয়া বিবাদীকে অযথা হয়রানী করার জন্য ব্যবসায়িকভাবে ও আর্থিকভাবে অপূরনীয় ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছেন বিধায় বাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

পক্ষান্তরে ৪নং বিবাদী উল্লেখ করেন যে, ৪নং বিবাদী নালিশী ঋণের সহিত কোন ভাবেই জড়িত নয় বিধায় বাদী কোন প্রতিকার পাইতে পারে না।

ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে, কেবলমাত্র মৌখিক দাবী বা লিখিত বক্তব্য যথাযথ প্রমাণ ব্যতিত কোন প্রমাণমূল্য বহন করে না। বিবাদীগণ তাদের দাবীর সমর্থনে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

উপর্যুক্ত সকল বিষয়, আরজি, লিখিত জবাব, সাক্ষ্য-প্রমাণ, জেরা, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি সম্যক মূল্যয়ন করে অত্র আদালত সন্তোষ্ট হয়েছে যে, বাদীপক্ষ নির্ভরযোগ্য ও সুসংহত প্রমাণের মাধ্যমে তাদের দাবী প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। অতএব, উত্থাপিত বিচার্য বিষয় সমূহ বাদীপক্ষের অনুকূলে নিস্পত্তি করা হলো এবং বাদীপক্ষ বিবাদীর নিকট হতে বিগত ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ ৫৪,৫৫,৮৭,০৯২.১০ টাকা আদায়ের অধিকারী।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

অত্র মোকদ্দমাটি ১ ও ৪নং বিবাদীদ্বয়ের বিরুদ্ধে দোতরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা সূত্রে খরচাসহ বিগত ৩০/০৯/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খেলাপী ঋণ বাবদ

৫৪,৫৫,৮৭,০৯২.১০ (চুয়ান্ন কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ সাতাশি হাজার বিরানব্বই টাকা দশ পয়সা মাত্র) টাকার ডিক্রী হইল। বিগত ২৯/১১/২০১৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ মামলা দায়েরের তারিখ থেকে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ এর ৫০(২) ধারার বিধান মতে নির্ধারিত সুদ বা ক্ষেত্র মতে মুনাফা সহ প্রাপ্ত হইবে। বিবাদীদেরকে রায় প্রচারের ৬০(ষাট) দিবসের মধ্যে ডিক্রীকৃত টাকা সুদ বা মুনাফাসহ বাদীপক্ষের অনুকুলে পরিশোধের নির্দেশ দেওয়া হইল। ব্যর্থতায় বাদীপক্ষ আদালত যোগে আইনানুগ পদ্ধতিতে ডিক্রীকৃত টাকা আদায় করিয়া নিতে পারিবে।

মামলা চলাকালীন সময়ে বিবাদীপক্ষ যদি কোন টাকা পরিশোধ করিয়া থাকে তাহা বিধি মোতাবেক সমন্বয় করার জন্য বাদীপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হইল।

আমার কথিত মতে কম্পোজকৃত ও সংশোধীতগু

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।

(মোঃ হাসান জামান)
জজ
অর্থ ঋণ আদালত নং-১, ঢাকা।